২০২৪-২৫ বাজেট প্রত্যাশা

জোট সরকার হওয়ায় মোদি ৩.০ তে প্রাধান্য গ্রামীণ বিকাশকে দেওয়া হবে, এরকম অনুমান করা হচ্ছে। তার মধ্যে গরিবের খাদ্যসংস্থান, আবাসন এবং কর্মসংস্থান, অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীভূত কর্মসূচি তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন এবং কৃষি ও কৃষি আয় বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর থাকবে। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ আগামীদিনে অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে বৃহত্তর প্রভাব ফেলবে, তবে এছাড়াও এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যা মোদি ৩.০-এর প্রথম বাজেটে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা দরকার। এই প্রবন্ধে ২০২৪-২৫ সালের বাজেটের জন্য এমন পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে যা জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থা তৈরি করতে, কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং ভারতীয় অর্থনীতি বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে। লিখেছেন — অরিন্দম গোস্বামী।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন এনডিএ জোটের প্রত্যাবর্তনের পর সবার নজর এখন ২০২৪-২৫ পূর্ণাঙ্গ বাজেটের দিকে। এই বছরের ফেব্রুয়ারীতে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন অন্তর্বর্তী বাজেট (ভোট অন একাউন্ট) পেশ করেন যা সাধারণত নির্বাচনের আগের সাময়িক ব্যয় মেটাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। নির্বাচনে পূর্ববর্তী শাসক ক্ষমতায় ফেরায় সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রত্যাশা বেড়ে গেছে।

তবে বর্তমানে সরকারের অগ্রাধিকার কিছুটা ভিন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জোট সরকার হওয়ায় মোদি ৩.০ তে প্রাধান্য গ্রামীণ বিকাশকে দেওয়া হবে, এরকম অনুমান করা হচ্ছে। তার মধ্যে গরিবের খাদ্যসংস্থান, আবাসন এবং কর্মসংস্থান, অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীভূত কর্মসূচি তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন এবং কৃষি ও কৃষি আয় বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর থাকবে। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ আগামীদিনে অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে বৃহত্তর প্রভাব ফেলবে, তবে এছাড়াও এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যা মোদি ৩.০-এর প্রথম বাজেটে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা দরকার। এই প্রবন্ধে ২০২৪-২৫ সালের বাজেটের জন্য এমন পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে যা জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থা তৈরি করতে, কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং ভারতীয় অর্থনীতি বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

প্রথমত, এই বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। এবারের নির্বাচনের অন্যতম বিষয় ছিল ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব সমস্যা। ২০২৪ সালে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২০১২ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতে কর্মসংস্থান মাত্র ০.০১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হার কোভিডের ঠিক পরে সাময়িকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার পর আবার তার আগের ধীর গতিতে ফিরে গেছে।

তাছাড়া তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার এখনও ১৫.৪৬ শতাংশ। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতি সরকারের অবিলম্বে নজর দেওয়া অতি আবশ্যক। এর জন্য শ্রমশক্তিতে মহিলা ও যুবকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। তাছাড়া দক্ষতা বিকাশ বা স্কিল ডেভেলপমেন্ট বাড়াতে সরকারকে প্রচলিত পদ্ধতিগুলির বাইরে বিবেচনা করা দরকার। উৎপাদন উদ্যোগে, আর বিশেষত লঘু ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে, 'অ্যাসেম্বলি লাইন জব' তৈরি করার জন্য সরকারী উদ্যোগ দরকার। তাতে অপ্রশিক্ষিত বা অর্ধপ্রশিক্ষিত (unskilled & semi-skilled) শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের একটি বিকল্প তৈরি হবে। তাছাড়াও উৎপাদন খাতের সম্প্রসারণ কৃষি ও নির্মাণ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্যও একটি বিকল্প হতে পারে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ব্যক্তিগত আয়কর বাবদ ১২ লক্ষ কোটি টাকার অধিক অবদান দিয়েছে (কেন্দ্রের অর্জিত রাজস্বের ১৯ শতাংশ), তাদের এই অবদানকে যথাযথ পুরস্কৃত করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কাজেই, বাজেটে ভারতে বিদ্যমান আয়কর কাঠামোর সংস্কার প্রবর্তন নিশ্চিত করা অতি আবশ্যক। ২০২০-এর নতুন কর ব্যবস্থা অধিকাংশ আয়করদাতাদের কাছে কম জনপ্রিয় কারণ অধিকাংশ আয়করদাতাই 'exemptions' কে অগ্রাধিকার দেয়। নতুন কর ব্যবস্থাকে আরও গ্রহণযোগ্য করতে 'exemptions' অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও স্ট্যান্ডার্ড ছাড়ের অনুমোদিত সীমা বাড়াতে হবে এবং section 80C -র অধীনে নতুন বিনিয়োগ পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিতে হবে। Disposable income (আয়) বাড়লে, retail consumption (ব্যয়) বাড়বে। তার জন্য, নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের জন্য কর হ্রাস করার দরকার। বাজেটে equity investment -এর উপর long capital gain tax -এর পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত।

তৃতীয়ত, কেন্দ্র সরকারের গত দু শাসনের অন্যতম প্রধান সাফল্য হলো পরিকাঠামো উন্নয়ন। গত দশ বৎসরে মূলধনী ব্যয়ের একটি বড় অংশ 'হাউসিং ফর অল', স্মার্টসিটি মিশন, সড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং রেলপথ, বিমান ও জলপথের মানোন্নয়নের মতো পরিকাঠামো তৈরি করতে মনোনিবেশ করা হয়েছিল। তাছাড়াও, ভারত গত দশকে অটল টানেল (বিশ্বের দীর্ঘতম হাইওয়ে টানেল), চেনাব সেতু (বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে সেতু), জোজিলা টানেল (এশিয়ার দীর্ঘতম টানেল) এবং স্ট্যাচু অফ ইউনিটি (বিশ্বের দীর্ঘতম মূর্তি)-র মতো কয়েকটি বিস্ময়জনক কীর্তির অধিকারী হয়েছে। সুঠাম পরিকাঠামো উন্নয়ন আর case of doing business মিশ্রিত প্রভাব দেশে বিপুল বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সাহায্য করেছে যা ভারতকে তিন ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। সুতরাং, এই বাজেটে capital expenditure -এর প্রতি গত অর্থবছরের সংশোধিত অনুমানের চেয়ে কমপক্ষে ৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি সহ মূলধনী ব্যয় দরকার।

চতুর্থত, সরকারকে গতানুগতিক ITES এর বাইরে service sector-এর পরিধি বাড়ানো দরকার। ২০২২ সালের বাজেটে একটি 'অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং এবং কমিক' (AVGC) সেক্টর বিকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা ভারতকে একটি বিকল্প বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল। AVGC সেক্টরে গতানুগতিক IT অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়ে না, তাই non-IT ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা প্রতিভাবান ও সৃজনশীল যুবকদের- যুবতীদের জন্য এটি একটি বিকল্প কর্মসংস্থান আর উদ্যোগ তৈরি করতে পারে। তদুপরি, artificial intelligence (AI) এবং web3 প্রযুক্তির বিকাশের সাথে এই ক্ষেত্রগুলিতে ভারতে একটি যুগান্তকারী বিকল্প পরিষেবা খাত তৈরি করা যেতে পারে, তবে তার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা অতিআবশ্যক।

পঞ্চমত, এই বাজেটে গ্রিন এনার্জি ও সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টে মনোনিবেশ বাড়ানো উচিত, যাতে ভারত তার স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্বন নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে। এটি অর্জন করার জন্য, ভারতকে বৈদ্যুতিক যানবাহনের (EV) অনুকূল নীতি এবং EV পরিকাঠামো বিকাশে মনোনিবেশ বাড়াতে হবে। তাছাড়াও, এই বাজেটে মাইক্রোস্কেল সৌর এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অপ্রতিকূল নীতি প্রয়োজন। এই সব প্রকল্প স্বচ্ছ শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে এবং প্রচলিত উৎসগুলির উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

সুষ্ঠ নিয়মনীতি ছাড়াও এই ধরনের প্রকল্পগুলির গ্রিড পরিকাঠামোর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা করে দেওয়া অতি আবশ্যক। উপরন্তু, এই বাজেটে গ্রিন ফাইনান্সিং প্রকল্পগুলির উপর জোর দেওয়া দরকার। এই বাজেটে, ভারতে এটি ডিকার্বনাইজেশন তহবিল স্থাপনের ঘোষণার বিবেচনা করা উচিত। এই তহবিলকে CAMPA আর DMFT ফান্ডের সাথে সংযোগ করা যেতে পারে যা গ্রিন প্রজেক্টে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার জন্য গ্রিন প্রজেক্টের মান নির্ধারণ আর তার বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রভাব প্রতিবেদন মাপকাঠি তৈরি করা দরকার। বেসরকারী ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলিতে গ্রিন বন্ডের অনুমতি। তার পূর্বে যথাযথ পরিদর্শন অতিআবশ্যক। বেসরকারী শিল্পগুলির মধ্যে কার্বন ক্রেডিট এবং কার্বন ট্রেডিংয়ের সম্বন্ধে ওয়াকিবহলতা ভারতের 'গ্রিন' প্রচেষ্টাকে অগ্রসর করতে লাভদায়ী হবে।

(মতামত ব্যক্তিগত)